সমৃদ্ধি কর্মসূচির দুই বছর

বাস্তবায়নে
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

আর্থিক সহায়তায়
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ২(দুই) বছর

বাস্তবায়নে
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

আর্থিক সহায়তায়
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন

দারিদ্র্যমুক্ত ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৯০ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন দর্শনা শহরে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর আত্মপ্রকাশ। জন্মের পর থেকে সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ওয়েভ ফাউন্ডেশন ১৯৯৬ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ এর নির্দেশনা ও সহযোগিতায় ২০১০ সালে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি সমৃদ্ধি চালু করেছে। কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে টেকসইভাবে দারিদ্র্যহ্রাসের ক্ষেত্রে মূখ্য ইস্যুগুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলার জন্য দরিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করা'। চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাস্তবায়নের কৌশল হিসাবে ওয়েভ ফাউন্ডেশন একটি পরিবারকে এর বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি সমন্বিত সহায়তা প্যাকেজের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবিক বিকাশ কর্মসূচির সাথে সমন্বয় সাধনের বিষয়কেও প্রাধান্য দিয়েছে। সম্প্রতি কর্মসূচিটি তার কার্যক্রমের ২(দুই) বছর অতিবাহিত করেছে তার উপর ভিত্তি করে এই প্রকাশনাটি বের করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র্যহ্রাস করে তা দূরীকরণের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টিতে দরিদ্রদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সংঙ্গে একযোগে কাজ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং পরবর্তী পুনর্বাসনে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবারগুলো যাতে যথাযথ অবদান রাখতে পারে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে ত্বরান্বিত টেকসই দারিদ্র্য হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সরকারি/এনজিও/বেসরকারি সহযোগিতার বিকাশ ঘটানো।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

- দরিদ্র পরিবারসমূহের বিদ্যমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার;
- দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তা টেকসইভাবে সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

প্রাথমিক জরিপ কার্যক্রম

কর্মসূচির শুরুতেই কর্মএলাকায় ২ মাসব্যাপী ইউনিয়নের সমগ্র পরিবারের উপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মোট ৭২৩৫টি পরিবারের সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ৫৯২৭টি পরিবারকে কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে মূল কার্যক্রম শুরু হয় ১৫ অক্টোবর, ২০১০ হতে।

লক্ষ্যভুক্ত পরিবার ও জনসংখ্যা

৫৯২৭টি পরিবার ও জনসংখ্যা ২৯৩৮৬জন।

আয়ভিত্তিক পরিবারের ধরন ও সংখ্যা

পরিবার বিভাজন			
উচ্চবিত্ত (১১,৬৬ পরিবার ১৬.১১%) (কমিউনিটিভিত্তিক কার্যক্রমভূক্ত)	**মধ্যবিত্ত** (৩২৫৮ পরিবার ৪৫.০৩%) (পরিবারভিত্তিক কার্যক্রমভূক্ত)	**দরিদ্র** (১৯৬৩ পরিবার ২৭.১৩%) (পরিবারভিত্তিক কার্যক্রমভূক্ত)	**অতিদরিদ্র** (৮৪৮ পরিবার ১১.৭২%) (পরিবারভিত্তিক কার্যক্রমভূক্ত)

সেবা সরবরাহের ফ্রেমওয়ার্ক

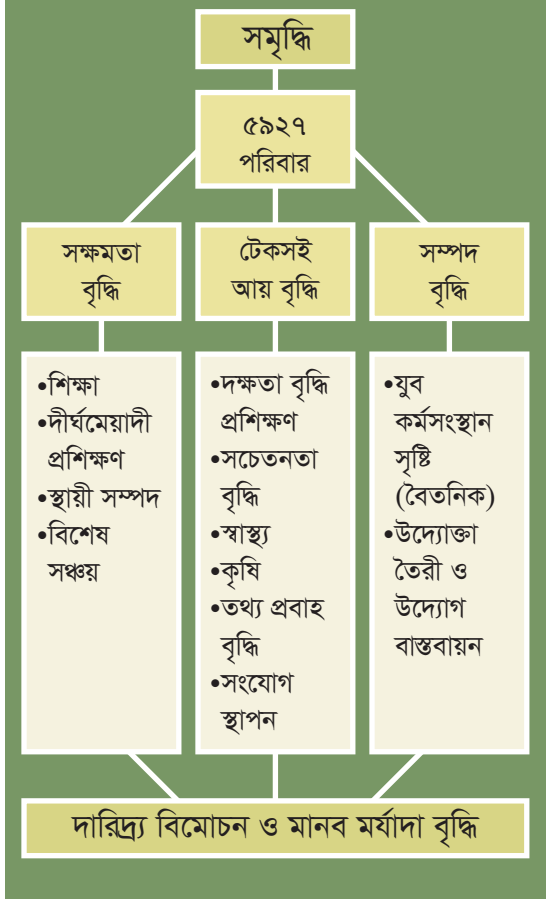

পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামো

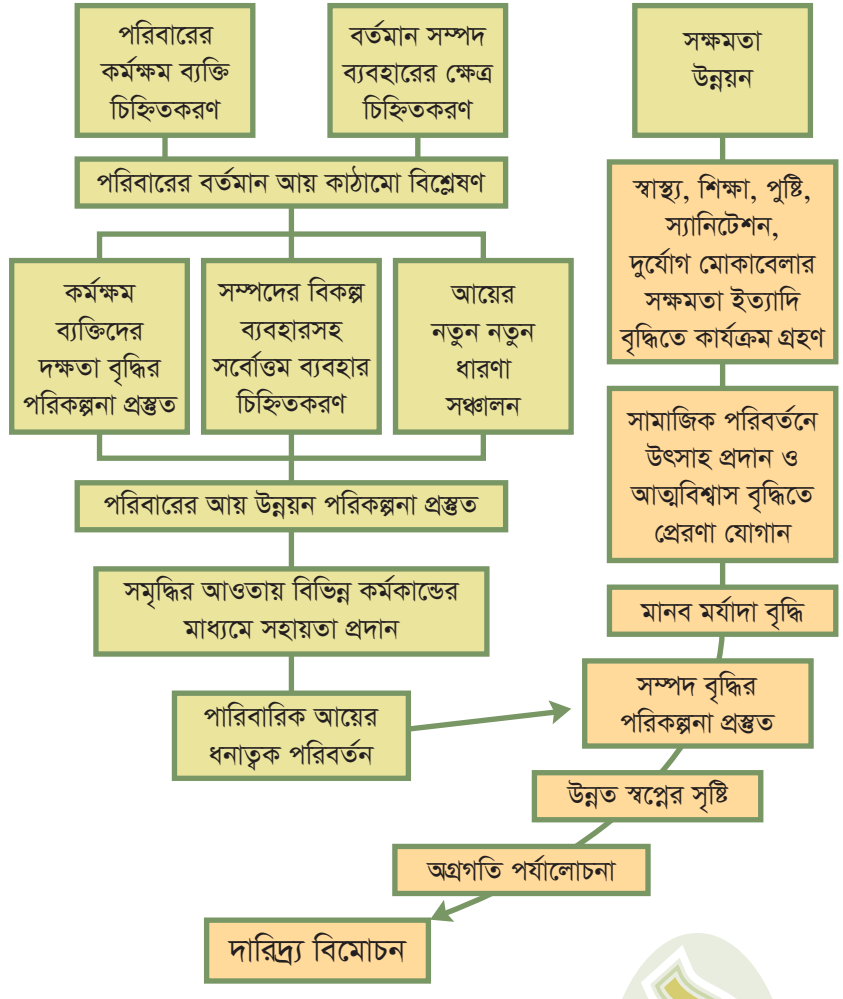

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে গৃহীত প্রধান কার্যক্রমের ক্ষেত্র ও কার্যাবলী

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

শিক্ষা কার্যক্রম এবং টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন বা মেরামত (স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, পাঠাগার ইত্যাদি); কালভার্ট এর স্থায়ী ভিত্তি নির্মাণ বা মেরামত; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য কার্যাবলী।

পরিবারভিত্তিক কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম; যুবদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম; আর্থিক সহায়তা (ঋণ কার্যক্রম) যেমন– জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ, সম্পদ সৃষ্টি ঋণ, টেকসই আয়-বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম ঋণ; প্রশিক্ষণ (আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম/উদ্যোগ পরিচালনা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি) এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী।

সংযোগ, সমন্বয় ও সমঝোতা

ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সাথে সমঝোতা; সকল প্রকার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়; অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়; বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিও'র সাথে সমন্বয়; সমজাতীয় অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং পিকেএসএফ -এর অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়।

কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল

কৃষি কম্পোনেন্ট

প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নিয়মিত কারিগরি ও প্রযুক্তি পরামর্শ প্রদান; জৈব সার উৎপাদনে ভর্মি ও কুইক কম্পোষ্ট তৈরি; মানসম্মত বীজ, পোরাস পাইপ, সবজীর পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ও লিউর এর ব্যবহার; গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি; বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী প্লট তৈরি ও প্রশিক্ষণ; আর্থিকভাবে লাভজনক এমন ঔষধি ও মসলা গাছের চারা বিতরণ ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্ট

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সেবা সরবরাহে প্রকল্পের স্বাস্থ্য সহকারী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে পরিবার পর্যায়ে গর্ভবতী মা ও শিশুসেবা প্রদান; স্ট্যাটিক ক্লিনিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা; স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণের মাধ্যমে গ্রামে গিয়ে সরকারি (এমবিবিএস) সার্জনের দ্বারা পরামর্শ পত্র প্রদান; বিভিন্ন রোগের জন্য চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন ইত্যাদি।

শিক্ষা কম্পোনেন্ট

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন তথা ছাত্র/ছাত্রী ঝরে পড়া রোধ এবং সকল শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় ৩৭টি শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সপ্তাহে ৬ দিন প্রাক-প্রাথমিক ও স্কুল সহায়ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ঋণ কম্পোনেন্ট

গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ, মৌসুমী/কৃষি ঋণ, অতি দরিদ্র ঋণ, বন্ধু চুলা ও সোলার লণ্ঠন ঋণ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ঋণ, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ঋণ, আই জি এ ঋণ, সম্পদ সৃষ্টি ঋণ, গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ, গৃহায়ন ও স্যানিটেশন ঋণ ইত্যাদি। এছাড়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অগভীর নলকূপ স্থাপন, ঘর মেরামত, লেপ-তোশক-মশারী, খাদ্য, ঔষধ, বিবাহ, কাজের অন্বেষণ, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ, চিকিৎসা ইত্যাদি খাতেও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে লক্ষিত পরিবারগুলোর দারিদ্র বিমোচনে উদ্যোগ গ্রহণ যেখানে ঋণের সুযোগ আছে ১০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

সামাজিক উন্নয়ন কম্পোনেন্ট

বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সকল শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন; জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্রিজ নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে এডভোকেসি; গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠক; বন্ধু চুলা ও সোলার লণ্ঠনের ব্যাপক ব্যবহারে মাইকিং ও পথসভা; বাল্যবিবাহ রোধ, গ্রাম আদালত, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও জনঅংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন কার্যকর করতে ইউপি'র সাথে সভা ও কাউন্সেলিং; সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

কর্মসূচীর আওতায় এযাৎ গৃহীত বিশেষ উদ্যোগসমূহ

ঔষধি গাছের চাষ

ঔষধি গাছ চাষের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের সহযোগী আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ; একটি গ্রামকে (হরিহরনগর) ঔষধি গ্রাম ঘোষণা; বসতভিটা ও পতিত জমিতে ঔষধি বাগান সৃজনে বাসক চারা বিতরণ।

মসলা জাতীয় ফসল চাষ

মসলা চাষকে লাভজনক এবং কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে একটি গ্রামকে (গয়েশপুর) আদর্শ মসলা গ্রাম ঘোষণা; নিয়মিত কারিগরি পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের (পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ধনিয়া, মরিচ ইত্যাদি) মসলা চাষ নিশ্চিত করা; পরিবার প্রতি তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচের চারা সরবরাহ। এছাড়া অন্যান্য গ্রামেও পতিত জমিতে হলুদ-আদাসহ বিভিন্ন প্রকার মসলা চাষে উদ্বুদ্ধ করা।

বন্ধু চুলা কার্যক্রম

প্রকল্প এলাকার শতভাগ পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ উপযোগী বন্ধু চুলা ব্যবহার বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ; দরিদ্র জনগণের জন্য বন্ধু চুলা ক্রয়ের সুবিধার্থে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ নামে নমনীয় ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান, ভ্যাকসিনসহ পশু চিকিৎসা সেবা প্রদান; উন্নত জাত সংরক্ষণসহ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকে লাভজনক ও টেকসই আয়ের উৎস হিসাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন।

ভ্যালু চেইন ডেভলপমেন্ট প্রকল্প (ঔষধি গাছ বাসক উৎপাদন ও বিপনন প্রকল্প)

প্রকল্পের আওতায় সীমান্ত ইউনিয়নে ১৫ কিলোমিটার রাস্তার দুইধারে ও পতিত জমিতে বাসক গাছ রোপন যেখান থেকে উৎপাদিত পাতা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন করা হবে। এ থেকে প্রাপ্ত আয় এর শতকরা ৭৫ ভাগ পাবেন এলাকার অতি দরিদ্র ২০ জন উদ্যোক্তা, শতকরা ২০ ভাগ পাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও শতকরা ৫ ভাগ পাবে বাস্তবায়নকারী সংস্থা; এ লক্ষ্যে বাসক নার্সারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নার্সারী স্থাপন।

সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ

লক্ষ্যভূক্ত পরিবারগুলোর জন্য সকল প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষ করে আয় বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন; কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেমন– সেলাই প্রশিক্ষণ; মোবাইল, কম্পিউটার ও টেলিভিশন সার্ভিসিং; গরু মোটাতাজাকরণ; ছাগল পালন; ঔষধি ও মসলা চাষ; বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ; গুটি ইউরিয়া ব্যবহার; কম্পোষ্ট সার তৈরী ইত্যাদি ছাড়াও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

যুব কর্মসংস্থান

পরিবারভিত্তিক যুবদের জন্য উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে নীতিমালার আলোকে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আগ্রহী যুবদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান; ছোট ও মাঝারী ধরনের উদ্যোক্তা সৃষ্টি; চাকুরী করতে আগ্রহী যুবদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা; পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুব কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোচনা; যুব কর্মসংস্থান মেলা আয়োজন।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

প্রকল্প এলাকায় অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য মহিলা খানা প্রধান অতিদরিদ্র পরিবার এবং প্রতিবন্ধি সদস্য রয়েছে এমন অতিদরিদ্র প্রত্যেক পরিবারকে তাদের সঞ্চয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রণোদনা ও সহায়তা দানের লক্ষ্যে প্রত্যেক পরিবারের আলাদা করে ব্যাংক হিসাব খোলার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। যেমন: প্রতি পরিবার প্রতি মাসে দুই কিস্তিতে ৬০০/=টাকা জমা করবে। এভাবে দুই বছর অর্থ জমা করার পর তারা কর্মসূচী হতে সঞ্চিত অর্থের সমপরিমাণ (সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা) অর্থ পাবে যা দিয়ে তারা নিজেদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে।

পাশাপাশি অতিদরিদ্র অন্যান্য পরিবার নমনীয় ঋণ নিয়ে পিকেএসএফ-এর সম্মতি সাপেক্ষে পরিবারে যে কোন ভৌত সম্পদ ক্রয় বা পরিবারের চাহিদা মোতাবেক উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

গৃহায়ন ও স্যানিটেশন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে অতিদরিদ্র পরিবারের নিরাপদ বাসস্থানের জন্য স্বল্প সুদে গৃহায়ন ঋণ ও সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারে বাসস্থানের সাথে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়

ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়নে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও যারা দারিদ্র দূরীকরণ ও মানবিক বিকাশ কর্মসূচির সাথে যুক্ত তাদের সাথে নিয়মিত সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত সৃজনশীল উদ্যোগসমূহ

লোক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ডের জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন পরিষদ ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর ত্রি-পক্ষীয় অংশীদারিত্বে প্রতি ওয়ার্ডে একটি লোক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে কমিউনিটির মালিকানাধীন থেকে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদ এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন কেন্দ্রের সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং এবছর আরো দুটি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

উদ্দেশ্য

- সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করা;
- সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- সরকারি-বেসরকারি সেবাসমূহে জনগণের অংশগ্রহণ ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়নে সেবা প্রাপ্তিকে সহজতর করা;
- দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- গ্রামীণ পর্যায়ে দক্ষতার সাথে সালিশী কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানে জনগণকে সক্ষম ও উদ্যোগী করে তোলা।

সমৃদ্ধ বাড়ি

সমৃদ্ধি কর্মসূচির সকল কম্পোনেন্টের কাজ আছে এমন বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়ি ঘোষণা করা। একটি সমৃদ্ধ বাড়িতে যা থাকবে: পরিবেশ বান্ধব বন্ধু চুলা, স্বাস্থ্যসেবা কার্ড, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানির উৎস, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি। আয় বর্ধক কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে যেমন: সবজি বাগান, ঔষধি গাছ, মসলা চাষ, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, দেশী মুরগী পালন, ভার্মি কম্পোষ্ট ও কুইক কম্পোষ্ট, দেশী ফলের গাছ, গরু মোটাতাজাকরণ, নেপিয়ার ঘাস চাষ ইত্যাদি। এছাড়াও সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান এর জন্য থাকবে যেমন: জেন্ডার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্য বিবাহ-বহুবিবাহ মুক্ত, শিশু শ্রম মুক্ত, সঠিক পরিবার পরিকল্পনা, সচেতনতা এবং পারস্পারিক ও সামাজিক সুসম্পর্ক।

কমিউনিটিভিত্তিক ছাগল প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান, ভ্যাকসিনসহ পশু চিকিৎসা সেবা প্রদান; উন্নত

জাত সংরক্ষণসহ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকে লাভজনক ও টেকসই আয়ের উৎস হিসাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন। ৩টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ঐসব পরিবারের মাসে প্রায় ৩০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ

কর্মসূচির শুরু থেকে সকল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে জনমূখী সেবা নিশ্চিতকল্পে ইউপি'র স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো কার্যকর করা; দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ন্যায়বিচারে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে গ্রাম আদালত কার্যকরী করা; ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধিসহ জনঅংশগ্রহণমূলক ইউপি বাজেট প্রণয়ন; নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধসহ পারিবারিক নির্যাতন রোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন জোরদার ইত্যাদি।

জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে এডভোকেসি উদ্যোগ

ব্রীজ নির্মান

সীমান্ত ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া গ্রামের চ্যাংখালী রোডের ব্রীজটি মাত্র ৬ ফুট প্রশস্থ হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে পানি নিস্কাষনে সমস্যা হতো ফলে অতি বৃষ্টি বা বন্যার সময় আশে পাশের প্রায় ৫০০ বিঘা জমির ফসল পানিতে নিমজ্জিত হয়ে কৃষকরা বিশেষ করে দরিদ্র কৃষকরা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতো। তাই তাদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল, ব্রীজটি পূনরায় প্রশস্থ করে নির্মান করা। এলাকাবাসির দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি তার কার্যক্রমের শুরু থেকেই অর্থাৎ ২০১০ সালে ব্রেভ প্রকল্পের সাথে যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে মার্চ ২০১২ সালে চ্যাংখালী রোডের ঐ ব্রিজটির পাশে পুনরায় এলজিইডি এর মাধ্যমে ১৮ ফুট প্রশস্থ আরেকটি নতুন ব্রিজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন

সীমান্ত ইউনিয়নবাসীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করার দাবিতে ইউনিয়নবাসির সাথে সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও ব্রেভ প্রকল্প যৌথভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উপজেলা প্রশাসন ও মাননীয় সাংসদ বরাবর দুইবার স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে মাননীয় সাংসদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বরাবর লবিং করছেন বলে জানা গেছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান।

ইউনিয়নে পারিবারিক নারী নির্যাতন বিরোধী পল্লী মেলা

সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন যৌথভাবে প্রতি বছর পারিবারিক নারী নির্যাতন বন্ধে ব্যাপক জনগনকে সচেতন করার লক্ষ্যে পারিবারিক নির্যাতন বিরোধী পল্লী মেলা আয়োজন

করে আসছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচি উক্ত মেলায় ষ্টল স্থাপনসহ উপকারভোগীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পারিবারিক নারী

এ যাবৎ গৃহীত উদ্যোগের বিশেষ বিশেষ ফলাফল (জানুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত)

সামাজিক কম্পোনেন্ট

- কমিউনিটি পর্যায়ে ৪৪ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও ৪৪ টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে;
- বন্ধু চুলা স্থাপন করা হয়েছে ৩৯২ সেট ও সোলার লণ্ঠন বিতরণ করা হয়েছে ০৮টি এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- বিগত এক বছর ধরে ১৭টি শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সপ্তাহে ৬ দিন বৈকালীন ২ ঘন্টা করে মোট ৫২৯ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও স্কুল সহায়ক শিক্ষা নিচ্ছে এবং জানুয়ারী' ১৩ থেকে মোট ৩৭টি স্কুলে প্রায় ১০০০ ছাত্র-ছাত্রী প্রাক-প্রাথমিক ও স্কুল সহায়ক শিক্ষা গ্রহন করছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- ১ জন শারীরীক প্রতিবন্ধি কিশোরীসহ ১৫ জন নারীকে ১৫দিন ব্যাপী দর্জি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ৮জন অংশগ্রহণকারী আয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে;
- মোবাইল, টেলিভিশন সার্ভিসিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ২০ জনকে যাদের মধ্যে ১১ জনের সর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে;
- বাল্যবিবাহ রোধে ৩৫ জন ইমাম, কাজী, ঘটক ও শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- বাল্যবিবাহ রোধে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণীর প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;
- গয়েশপুর ও করতোয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার যুব/যুবা, কিশোর/কিশোরী এবং সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে ইভ-টিজিং/যৌন হয়রানী প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- সংস্থার উদ্যোগ ও অর্থায়নে প্রকল্প এলাকার অতিদরিদ্র (নারী, বিধবা, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক নারী-পুরুষদের অগ্রাধিকার) পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে;
- ১টি লোক উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ ও কার্যকরীকরণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- এডভোকেসি উদ্যোগের মাধ্যমে চ্যাংখালী খালের উপর এলজিইডির মাধ্যমে ১টি ব্রিজ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষি কম্পোনেন্ট

- কর্মএলাকায় ৪৩৩৪৭ টি ঔষধি ও ২৪২ টি পরিবারে মসলা গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে;
- ২৭৮৭ জন কৃষককে কৃষি বিষয়ক কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৬৬ জন কৃষককে নিয়ে আই পি এম কার্যক্রম চলছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- ১৭টি ভার্মি ও ১৬টি কুইক কম্পোষ্ট প্রদর্শনীর মাধ্যমে জৈব সার উৎপাদন সমপ্রসারণ করা হয়েছে এবং এটি চলমান;
- বিভিন্ন ফসলের ৪৯টি প্রদর্শনী করা হয়েছে এবং এটি চলমান
- কৃষকদের মাঝে ৪৭৯টি পোরাস পাইপ ও ৬০০ টি সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ও লিউর প্রদান করা হয়েছে;
- ৩৬৯ শতক জমিতে ১০ টন ব্রি ধান-২৮ এর বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- ১৪৬ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ফসলের মানসম্মত বীজ বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- ৮২৭টি পরিবারে বীজ বিতরণ করে সবজী চাষ করা হয়েছে;
- ৫০ টি পরিবারে ২৪২ টি বিভিন্ন ধরনের মসলা চারা বিতরণ করা হয়েছে;
- ৪২৭১২টি ঔষধি গাছ রোপন ও স্কয়ার ও একমি ফার্মাসিউটিক্যালের সাথে বিক্রির সংযোগ স্থাপিত হয়েছে;
- ১৬৮ জন কৃষককে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছে যার মধ্যে ২জন উদ্যোক্তাও তৈরি হয়েছে;
- ভ্যালুচেইন প্রকল্পের আওতায় ২১ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারা ১৫ কিলোমিটার রাস্তার ধারে ২৫০০০ বাসক চারা রোপন করেছে। ২ জন বাসক নার্সারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ২ টি নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে;
- ১৫৪টি বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়িতে রূপদানের কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য কম্পোনেন্ট

- বাড়ি বাড়ি গিয়ে ও অফিস পর্যায়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৭২৩৫টি পরিবারের ১১৩৪০ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- ১২৭টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে ২৮৯১ জন রোগী নিজ গ্রামে বসে সরকারি (এমবিবিএস) সার্জনের দ্বারা পরামর্শ পত্র পেয়েছেন এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- ১টি ডেন্টাল ক্যাম্প এর মাধ্যমে ১৫০ জন রোগী; ১টি চক্ষু ক্যাম্প এর মাধ্যমে ১৫৩ জন রোগী, ১টি ডায়াবেটিকস ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৫০ জন রোগী এবং ১টি চর্ম রোগের চিকিৎসা ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৭০ জন রোগী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সেবা পেয়েছেন এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- পরিবার পর্যায়ে ১৯১০টি স্বাস্থ্যসেবা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে যারা এক বছরব্যাপী সরকারি (এমবিবিএস) সার্জনের দ্বারা স্বাস্থ্য সেবা পাবে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ৬০টি সভা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;

ঋণ কম্পোনেন্ট

- বিভিন্ন ঋণের আওতায় বর্তমানে সদস্য সংখ্যা- ৩০৪৩, ঋণী সংখ্যা- ২১৮৮, সঞ্চয় স্থিতি-৪১৬৮৭৭৮ ও ঋণস্থিতি- ২২১৩০২৩৫ এবং ৫০ লক্ষ টাকা আই জি এ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন বিষয়ে ৬৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, ১০৮২৮টি ছাগলকে ভ্যাকসিনসহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৯০৬০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- বিভিন্ন প্রকল্প যেমন- পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রলি ক্রয়, মৎস্য চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, ভূষি মালের ব্যবসা ইত্যাদি খাতে প্রায় ৬০ জনকে ৫০,০০,০০০.টাকা (৩০০০০ টাকা থেকে ১৫০০০০ টাকা) আই জি এ ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান;
- ২৮৩টি পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ৩/১১, ব্লক ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭, কর্তৃক প্রকাশিত